সংবাদ
সংবাদ

তারিখ ... 23 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

১২ হাজার শিক্ষার্থী ক্ষুব্ধ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদেশ সত্ত্বেও উদ্ধার হচ্ছে না জবি'র ১২ হল

আতাউর রহমান

রহস্যজনক কারণে পুরনো ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার হচ্ছে না। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব হল দখলমুক্ত করতে আবেদন জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা জেলা প্রশাসনকে ৫টি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এ নির্দেশের ৬ মাস পার হলেও জেলা প্রশাসন হলগুলো দখলমুক্ত করতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে এ নিয়ে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারের জন্য বড় ধরনের আন্দোলনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। এ কমিটি একাধিক বৈঠকের পর বেদখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একটি সুপারিশমালা তৈরি করে। এ কমিটি বেদখল হওয়া ১২ হলের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ৫টি হলের কাগজপত্র পায়। এ ৫টি হলের মধ্যে আরমানিটোলার ১নং শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের শহীদ আনোয়ার শফিক হল, পাটুয়াটুলীর ১৬ এবং ১৭ নম্বর রমাকান্ত নন্দী লেনের শহীদ আজমল হোসেন হল, তাঁতীবাজারের ৮২ নম্বর ঝুলনবাড়ি লেনের শহীদ শাহাব উদ্দিন হল, ওয়াইজঘাটের ঠিকানা হল এবং বংশালের ড. হাবিবুর রহমান হল বিভিন্ন জনের নামে লিজে রয়েছে বলে কমিটি তথ্য পায়। ব্যক্তির নামে লিজে থাকা এসব লিজ বাতিল করে ওই ৫টি হল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নামে লিজ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। সূত্র মতে, এ সুপারিশের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০৯ সালের ৫ মে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এ ৫টি হলের জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেয়ার আবেদন জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় ওই ৫টি হলের জায়গা প্রচলিত আইন অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে লিজ দেয়ার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি (স্মারক নং-ভূমিঃ/শা-৬/অর্পিত/বিবিধ/১৯/২০০৮/-৪৬৪) জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়। এ নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করেও হল উদ্ধারের ব্যাপারে কোন কার্যক্রম নিতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, ওই ৫টি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে লিজ দেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সরাসরি নির্দেশ দিলেও ঢাকা জেলা প্রশাসন রহস্যজনক কারণে গড়িমসি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য বারবার ধরনা দিলেও জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন

ভূমি : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

ভূমি : মন্ত্রণালয়

(১ পৃষ্ঠের পর)

উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে সরকারের মৌখিক নির্দেশে পুরনো ঢাকার ১২টি পরিত্যক্ত বাড়িতে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে আরমানিটোলার ৬ নম্বর এসি রায় রোডের আবদুর রহমান হল, ১নং ঈশ্বর দাস লেন প্যারিদাস রোডের বাণী ভবন হল, ২৬ নম্বর পাটুয়াটুলীর কর্মচারী আবাস, আরমানিটোলার ১নম্বর শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী রোডের শহীদ আনোয়ার শফিক হল, বংশালের ২৬ নম্বর মালিটোলার বজলুর রহমান হল, পাটুয়াটুলীর ১৬ এবং ১৭ নম্বর রমাকান্ত নন্দী লেনের শহীদ আজমল হোসেন হল, ৮ এবং ৯নং কুমারটুলির তিব্বত হল, তাঁতীবাজারের ৮২ নম্বর ঝুলনবাড়ি লেনের শহীদ শাহাবউদ্দিন হল, বংশালের ৩৫, ৩৬ এবং ৩৭ নম্বর গোলকপাল লেনের ড. হাবিবুর রহমান হল, টিপু সুলতান রোডের ৫/১, ২, ৩, ৪ এবং ৬ নম্বর গোপীনাথ বসাক লেনের নজরুল ইসলাম হল, ১৫ এবং ১৬ নম্বর যদুনাথ বসাক লেনের সাইদুর রহমান হল এবং ১৭, ২০ যদুনাথ বসাক লেনের রউফ মজুমদার হলে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা বসবাস করে। গত শতাব্দীর ৯০ দশকের শেষ দিকে এরশাদ সরকারের পতনের আগে দেশে অস্থিরতা শুরু হলে স্থানীয় ভূমিদস্যুদের কয়েকটি চক্র পরিকল্পিতভাবে এসব হলে বসবাসকারী ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। একপর্যায়ে বেশ কয়েকটি হলে স্থানীয় লোকজন আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছাত্রদের বের করে হলের জায়গা দখল করে নেয়। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনিহা ও অবহেলার কারণে কয়েকশ' কোটি টাকার সম্পত্তি বেহাত হয়ে বিভিন্ন জনের দখলে চলে যায়। পরে ২০০৫ সালে জগন্নাথ কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব হল উদ্ধারে কার্যক্রম শুরু করে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান ও দ্বিতীয় ভিসি অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক বেহাত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ দায়িত্ব নিয়ে বেহাত সম্পত্তি উদ্ধারে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন। এসব সম্পত্তি পেতে তিনি সরকারের উচ্চপর্যায়ে দেন-দরবার অব্যাহত রেখেছেন।

যাদের দখলে রয়েছে ১২টি হল : অনুসন্ধানে দেখা যায়, বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় যে ৫টি হলের জায়গা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে লিজ দিতে বলেছে এসব হলের মধ্যে শহীদ আনোয়ার শফিক হলের ভবন ভেঙে সেখানে বিশাল দুটি গোডাউন গড়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন হাত ঘুরে ২ বিঘা আয়তনের এ হলের জায়গা হাজী আবুল বাশার ও সালেহা বেগমের দখলে রয়েছে। শহীদ আজমল হোসেন হলের ৫ বিঘা জায়গায় পুলিশের ৭টি পরিবার ও নুরুল ইসলামের দখলে রয়েছে। শহীদ সাহাবুদ্দিন হলের ৫ বিঘা জায়গায় পুলিশসহ অন্য পরিবারের দখলে রয়েছে। তিনতল হলের ১ বিঘা জায়গা পুলিশ, মালিক সমিতির একটি অংশে এবং অন্য একটি অংশে গুলশান আরা সিটি সুপার মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ১ বিঘা আয়তনের বংশালের ড. হাবিবুর রহমান হল বিভিন্ন ইজারাদারদের দখলে রয়েছে।

অন্য ৭টি হলের মধ্যে দেড় বিঘা আয়তনের বাণী ভবন হলটির একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দখলে রয়েছে। এছাড়াও দেড় বিঘা আয়তনের আবদুর রহমান হলে ছাত্র সংঘর্ষের সময় পুলিশ অবস্থান নিয়ে সেখানেই অবস্থান করছে। কর্মচারী আবাসে গড়ে উঠেছে ক্রাউন মার্কেট নামে একটি বহুতল ভবন। অভিযোগ রয়েছে, বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ছাত্রদল নেতা নিহত সাগির আহমেদ ও কলেজের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওই হলের জায়গাটি বিক্রি করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বজলুর রহমান হলের দুই বিঘা জায়গায় হলের পরিত্যক্ত ভবন ভেঙে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি জুনিয়র স্কুল গড়ে তুলেছে সিটি করপোরেশন। শহীদ নজরুল ইসলাম হলের এক বিঘা জায়গায় জামিয়া শারিয়া বেগ জান্নাত মাদ্রাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ৩ বিঘা আয়তনের সাইদুর রহমান হল ও রউফ মজুমদার হলের জায়গায় বেশ কয়েকজন দখলদারের দখলে রয়েছে। এ ৩ বিঘা সম্পত্তি নিয়ে সরকার, ক্ষমতায় দখলদারদের মধ্যে মালিকানা বিরোধ সংক্রান্ত মামলা চলছে।

বেদখল হওয়া এসব হলের সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ 'সংবাদ'কে জানান, তারা হলগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানায় লিজে রয়েছে এমন ৫টি হলের জায়গা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা জেলা প্রশাসককে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে লিজ বরাদ্দ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ নির্দেশের গত ৬ মাসেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন লিজ বুকে পায়নি। তিনি জানান, এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে আন্দোলনে যাওয়ার আগে এসব বিষয় ফয়সালা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।